ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়

১৯৭৪ সালের স্থল সীমান্ত চুকতি ও ২০১১ সালের প্রটোকল অর্ন্তগত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় নিয়ে ৬-৭ জুন ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের সময়ে যে পরকিরিয়া নিয়ে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ঐক্যমত হয়,তার ভিত্তিতেই ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাত থেকেই এযাবতকালের ভারতের মধ্যে অবস্থিত বাংলাদেশের ৫১ টি ছিটমহল এবং এযাবতকালের বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত ভারতের ১১১টি ছিটমহল একে অপরের দেশে বাস্তবিকভাবেই স্থানান্তরিত হয়। ছিটমহলগুলিতে খুঁটিনাটি বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীলভাবে কৃত যৌথ সমীক্ষার ভিত্তিতে দেখা যায়, বাংলাদেশের ভুখন্ডে অবস্থিত এযাবতকালের ভারতীয় ছিটমহলগুলির ৩৮,৫২১ জন বাসিন্দার মধ্যে ৯৮৭ জন ভারতীয় নাগরিকত্ব বহাল রাখার পক্ষে মত দেন এবং ভারতীয় ভুখন্ডে অবস্থিত এযাবতকালের বাংলাদেশি ছিটমহলের ১৪,৮৬৩ জন বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণের পক্ষে মত দেন।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সীমান্ত কার্যকরী গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে শারিরীকভাবে এই সব বাসিন্দাদের স্থানান্তরের পদ্ধতি স্থির করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অস্থায়ী পুর্নবাসন শিবিরে এইসব বাসিন্দাদের থাকার ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্র বন্টনের বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলে । এইসব শিবিরে সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে টিনের বাসস্থান, অভিন্ন রান্নাঘর ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা, অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র, খেলাধুলার উপকরণ সহ ব্যবস্থা ইত্যাদি। প্রত্যেক পরিবারের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, বায়োমেট্রিক পঞ্জিকরণ, মুদ্রা বিনিময় এবং ত্রাণ সামগ্রির প্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়। গতকাল চ্যাংড়াবান্ধ(ভারত)- বুড়িমারি (বাংলাদেশ) অভিবাসন চেকপোস্ট দিয়ে ৬২ জনের প্রথম দলটি উপস্তিত হয়। কোচবিহার জেলাপ্রশাসন দ্বারা আয়োজিত এক আনন্দমুখর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের সম্মানের সংগে স্বাগত জানানো হয়। কোচবিহার জেলার সাংসদ, কোচবিহার জেলার বিধায়ক, কোচবিহার জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারিটেনডেন্ট, রাজশাহীতে অবস্থিত ভারতের সহকারী হাইকমিশনার এবং অন্যান্য বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন ভারতীয়দের প্রত্যাবর্তনে স্বাগত জানাতে। নিদ্ধারিত চূড়ান্ত সময়সীমা ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর —এর মধ্যে অবশিষ্ট মানুষ আটটি পর্যায়ে ভারতে ফিরবেন।

নয়াদিল্লি

২০ নভেম্বর ২০১৫